সিলেটে মাদ্রাসাছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ, আত্মগোপনে ইমাম



ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে ১৬ বছর বয়সী এক মাদ্রাসাছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক ইমামের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ইমাম আত্মগোপনে রয়েছেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন ভুক্তভোগীর মা।

গত বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) রাতে উপজেলার বটেরতল গ্রামে ইমামের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করেছে ওই ছাত্র। অভিযুক্ত হাফেজ মুফতি নোমান বিন রব্বানী (৩৫) একই গ্রামের গোলাম রব্বানীর ছেলে। তিনি শহীদ স্মৃতি টুকেরবাজার উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ জামে মসজিদের ইমাম এবং দারুল আরক্বাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক। এ ছাড়া তিনি উপজেলা শানে সাহাবা জাতীয় খতিব ফাউন্ডেশনের সভাপতি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের উপজেলা সেক্রেটারি এবং হেফাজতে ইসলামের উপজেলা শাখার সহসাংগঠনিক সম্পাদক।

ভুক্তভোগী ছাত্রের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মসজিদে গেলে মাথাব্যথার কথা বলে তাকে মাথা টিপে দিতে বলেন ইমাম। পরে এশার নামাজ পড়ানোর দায়িত্বও দেন তাকে। নামাজ শেষে নিজের বাড়িতে দাওয়াতের কথা বলে ছাত্রকে বাড়ি থেকে জানিয়ে আসতে বলেন। রাতে সেখানে গেলে পেটে ব্যথার কথা বলে তাকে মালিশ করতে বলেন ইমাম। একপর্যায়ে তাকে বলাৎকার করা হয় বলে অভিযোগ ছাত্রের। ঘটনাটি কাউকে জানালে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয় বলে তার দাবি।

ছাত্রের ভাষ্য, ফজরের সময় ইমাম তাকে মোটরসাইকেলে মসজিদে নিয়ে যান। সেখানে গোসল না করেই নামাজ পড়ান এবং নামাজের পরও তাকে দিয়ে পা টেপান। পরে বাড়িতে ফিরে মায়ের কাছে সব খুলে বলে সে।

ভুক্তভোগীর মা বলেন, তার ছেলের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চান তিনি। ভবিষ্যতে যেন অন্য কোনো শিশুকে এমন পরিস্থিতির শিকার হতে না হয়, সে জন্য অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন তিনি।

শহীদ স্মৃতি টুকেরবাজার উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবুল হাশেম জানান, ছাত্রটি তাকে বিষয়টি জানিয়েছে। তিনি প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে অবহিত করেছেন। সভাপতি লিখিত আবেদন দিতে বলেছেন। আবেদন পাওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ উছমান গনি বলেন, বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছেন। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।